Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 57
January-March, 2019

আল-মুকাদ্দিমায় ইবনে খালদুনের শিক্ষা বিষয়ক ধারণা

Ibn Khaldun's Thought on Education as Reflected in Al-Muqaddima

Jannatul Ferdaus*

ABSTRACT

Ibn Khaldun has occupied a notable place both in the Muslim and non-Muslim world for his critical analysis of the issues relating to history and society since in accomplishing this he employed the method of scientific experiment. Irrespective of his treatment as historian or social philosopher he, in his writings, presented constructive discussion regarding overall aspect of the society and civilization. The crucial part of his discussion, inter alia, embraced thoughts on existing social context, politics, economics, philosophy, education and knowledge. Despite the intense eagerness of the Bangla speaking people regarding Ibn Khaldun's thought and philosophy there exists dearth of necessary resources in Bangla. This paper is designed to concentrate on the fundamental aspects of the educational thought of Ibn Khaldun with the benign objective of facilitating the Bangla speaking people to be involved with his magnanimous thoughts in this regard.

Keywords: muqaddima, ibn khaldun, education, mind power, classification of knowledge

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগীয় ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ইতিহাস ও সমাজকেন্দ্রিক আলোচনার জন্য আরব বিশ্ব ও মুসলিম জগতের পাশাপাশি পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। ঐতিহাসিক কিংবা সমাজ দার্শনিক, যে দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে বিবেচনা করা হোক না কেন, তিনি তাঁর লেখনীতে সমাজ-সভ্যতার সামগ্রিক দিক নিয়েই গঠনমূলক আলোচনা করেছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে শুরু করে বিদ্যমান সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শনের পাশাপাশি মানুষের চিন্তা করার তৎপরতা থেকে উদ্ভূত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াবলিও তাঁর মৌলিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইবনে খালদুনের চিন্তা ও দর্শন নিয়ে আমাদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ কাজ করলেও বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়াটা দুষ্কর। এমতাবস্থায় গুণগত গবেষণা প্রক্রিয়ার (Qualitative Research Approach) আরোহ ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত এ গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হলো, আল মুকাদ্দিমায় ইবনে খালদুনের শিক্ষা বিষয়ক ধারণার মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরা, যাতে বাংলাভাষী পাঠকেরা তাঁর চিন্তার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করার প্রয়াস পান।

মূলশব্দ: মুকাদ্দিমা; ইবনে খালদুন; শিক্ষা; মননশক্তি; জ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস।

* Jannatul Ferdaus is a Masters student in the department of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh, email: zannatulferdousdu3@gmail.com

ভূমিকা

আল মুকাদ্দিমার সর্বশেষ অধ্যায়টি রচিত হয়েছে শিক্ষা ও জ্ঞান- বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনাকে কেন্দ্র করে। ইবনে খালদুনের বিখ্যাত কর্ম আল-মুকাদ্দিমার সারবস্তু আসাবিয়্যাহ্ গোত্রপ্রীতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও তিনি আসাবিয়্যাহ্কে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি শিক্ষার সাথে আসাবিয়্যাহ্র চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে গড়ে উঠা সভ্যতাকে এবং এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সামগ্রিক উন্নয়নকে সম্পৃক্ত করেছেন এ হিসেবে যে, শিক্ষা একটি শিল্পকর্ম এবং সভ্যতা ও উন্নয়নের গতিশীলতা ব্যতীত কোন শিল্পই বিকশিত হয় না। আর এ সবের শক্তিশালী কার্যকারিতার পেছনে কাজ করে মানুষের মননশক্তি বা চিন্তা করার ক্ষমতা। মননশক্তির পরিণত ও বিকশিত রূপই হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার উদ্ভব ও ধারাবাহিকতা। জ্ঞানের ধারাবাহিকতা নির্ভর করে স্থায়ী ও গতিশীল সমাজব্যবস্থায়। শিক্ষকেরা এ জ্ঞান প্রবাহকরণের কাজ কিছু মৌলিক নীতিমালার আলোকে সম্পাদন করেন। ইবনে খালদুনের শিক্ষা বিষয়ক নীতিমালার ওপর রচিত এ গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য হলো, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু গুণগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়নে তাঁর মৌলিক আলোচনা থেকে উপকারী দিক-নির্দেশনা লাভ করা।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুন ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে (১ রমজান, ৭৩২ হিজরী) উত্তর আফ্রিকার তিউনিস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম ওয়ালি উদ্দিন আব্দুর রাহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালদুন। খালদুন হল তাঁর বংশীয় উপাধি। আন্দালুসিয়ার ঐতিহ্যবাহী খালদুন পরিবার রাজনৈতিক কারণে আন্দালুসিয়া থেকে

তিউনিস গমন করে এবং সেখানে স্থায়ী হয়। ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষ কুরায়িব[১] ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে সেভিলে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য কায়েম করেন, যা দীর্ঘদিন টিকে ছিলো (Enan 1979 , 2-5)। নগর কর্তৃত্বের পাশাপাশি খালদুন পরিবার শিক্ষা-দীক্ষায়ও অগ্রগণ্য ছিল। বলা যায়, ইবনে খালদুন এমন এক পরিবারে বেড়ে উঠার সুযোগ পান, যেখানে জ্ঞান ও কর্তৃত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল (Fuad Baali 1988, 1)। পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ কুর'আন, ধর্মীয় শাস্ত্র, আরবী ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। শৈশবে পিতার নিকট কুর'আন অধ্যয়নের পাশাপাশি আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি কুর'আন তিলওয়াত, হাদিস, ফিকহ, কাব্যশাস্ত্র, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির ওপর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন জাবির ইবন সুলতান এবং মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম আল আরবিলী (Al-Attas 2015, 3)।

১৯৩৯ সালের মহামারী প্লেগে তিনি তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে হারান। এ সময় তাঁর অনেক উস্তাযও মারা যান (Enan 1979 , 9)। ফলে তাঁর শিক্ষার্জন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে বিশ বছর বয়সে তিউনিসিয়ার তৎকালীন শাসক ইবন তাফরাকীনের দরবারে 'সাহিবে 'আলামা' (Seal Bearer) হিসেবে যোগদান করেন (Fuad Baali 1988, 1)। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিস ত্যাগ করে মরক্কোর ফেজ নগরীতে গমন করেন। অতঃপর ১৩৫৪ সালে সেখানকার মারিনী সম্রাট আবু ইনানের দরবারে রাজকীয় জ্ঞানীদের সভাসদ (Council of Ulama)-র মর্যাদাপূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন (Enan 1979 , 16-17)। ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইবনে খালদুন স্পেনের গ্রানাডা গমন করেন। স্পেনের তৎকালীন সম্রাট পঞ্চম মুহাম্মদ তাঁকে তাঁর দূত হিসেবে ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে কাস্টিলার সম্রাট পেড্রোর নিকট পাঠান। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এ দায়িত্ব পালনের পর ১৩৬৫ সালে তিনি স্পেন থেকে মরক্কোর বুগীতে চলে আসেন।

১. ইবনে খালদূন তাঁর আত্মজীবনীতে ইবনে হাযম থেকে দুইজন কুরায়িবের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের একজন হলেন কুরায়িব ইবন মাদিকরব বিন হারেছ এবং অপরজন হলেন, কুরায়িব ইবন উছমান ইবন খালদুন। সেভিলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী কুরায়িব কে তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। তিনি বলেন (Ibn Khaldun 1979, 5):

قال ابن حزم: ويذكر بنو خلدون الاشبيليون من ولده، وجدهم الداخل من الشرق خالد المعروف بخلدون بن عثمان بن هاني ابن الخطاب بن كريب بن معديكرب بن الحارث بن وائل بن حجر. وقال: وكان من عقبه كريب بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد، وكان من أعظم ثوار الأندلس.

এখানে তিনি শাসক আবূ আব্দুল্লাহর ''হাজিব' (প্রধানমন্ত্রী) হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ১৩৭৪ সালে তিনি প্রথমবারের মত নিজেকে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখেন। এ সময় তিনি উত্তর আফ্রিকার বনূ আরিফ নামক গোত্রের আশ্রয়ে কিলাহ্ ইবন সালামাহ্ দূর্গে অবস্থান করে গবেষণা ও অধ্যয়ন কার্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁর অমর সৃষ্টি 'আল- মুকাদ্দিমা' এ সময়েরই ফসল (Ibid, 50-52)। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিসর গমন করেন এবং জীবনের শেষ তেইশটি বছর এখানেই অতিবাহিত করেন। মিশরে তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হন। মালেকী ফিক্হশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি আযহারসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় শিক্ষাদান শুরু করেন। 'আল মুকাদ্দিমা'-র কারণে মিসরে তিনি পূর্ব থেকেই সুপরিচিত ছিলেন। এখানে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতা, ভাষণের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কিত তাঁর ধারণা তুলে ধরতে ও অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। তাঁর মিসরীয় শিষ্যদের একজন হলেন বিখ্যাত ইতিহাস ও হাদিস শাস্ত্র বিশারদ ইবন হাজার আসকালানী রহ.। আরেক বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ত্বকী উদ্দিন আল মাকরিজীও তাঁর একজন সুযোগ্য শিষ্য (Ibid , 63-66)। মালিকী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি ১৩৮৪ সাল থেকে ১৪০৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন (Fuad Baali 1988, 2-3)। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী মহান এই চিন্তাবিদ ১৬ মার্চ, ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে (২৬ রমজান, ৮০৮ হিজরী) ৭৮ বছর বয়সে মিসরে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মিসরের বাব আল নসরের সূফী সমাধিতে দাফন করা হয়েছে (Enan 1979 , 90)।

আল মুকাদ্দিমা

ইবনে খালদুন বনূ আরিফার আশ্রয়ে কিলাহ্ ইবন সালামাহ্ দূর্গে ১৩৭৪-১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি আল মুকাদ্দিমা রচনা করতে সক্ষম হন (Ibid, 52)। তাঁর রচিত বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ও সমাজদর্শন বিষয়ক বই 'কিতাবুল ইবার ওয়া দিওয়ান আল মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আইয়াম আল আরবি ওয়াল আজমি ওয়াল বারবার ওয়া মান 'আসারাহুম মিন যাওয়ী আল সুলতান আল আকবর'-এর ভূমিকাংশই আল-মুকাদ্দিমা নামে পরিচিত (Enan 1979, 134)। আল মুকাদ্দিমা ছয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত:

১ম অধ্যায় : সমগ্র মানব সভ্যতা।

২য় অধ্যায় : যাযাবরী জীবন, বর্বর জাতি ও উপজাতি, তাদের জীবনের অন্তর্গত বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা।

৩য় অধ্যায় : সাধারণ সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রপতি, খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন পদমর্যাদা ও বিচিত্র অবস্থা।

৪র্থ অধ্যায় : বিভিন্ন দেশ ও নগরী, সমগ্র সভ্যতা এবং তাতে ক্রিয়াশীল আগত ও অনাগত অবস্থাসমূহ।

৫ম অধ্যায় : জীবিকা, তা অর্জন ও শিল্পগত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং এ সম্পর্কে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা ও সমস্যাবলী।

৬ষ্ঠ অধ্যায় : জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন শাখা, শিক্ষা-এর বিভিন্ন পদ্ধতি ও যাবতীয় কারণ এবং ক্রিয়াশীল বিভিন্ন অবস্থা (Enan 1979, 135-137)।

Arnold Toynbee আল-মুকাদ্দিমা সম্পর্কে বলেন- "The greatest work of its kind that has ever been created by any mind in any place" (Toyenbee 1935, 322).

শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা

সাধারণভাবে মানুষ যা কিছু শেখে তাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা হয়। সামাজিক বিবর্তন ধারার সাথে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা, শিক্ষা এমন একটি সামাজিক উপাদান, যা অন্যান্য সামাজিক উপাদানসমূহের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ততা লাভ করেছে। এতে শিক্ষার ধারণা হয়েছে বহুমাত্রিক। বলা যায়, সামাজিক বিবর্তন শিক্ষা প্রক্রিয়ারই ফল এবং শিক্ষার গতি-প্রকৃতি সামাজিক বিবর্তন ধারারই উপাদান। এ হিসেবে শিক্ষা এমন একটি বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্ম সাধিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে শিক্ষাকে বিবেচনা করা হতো। গ্রিসের সোফিস্টগণ শিক্ষাকে দেখেছেন ব্যক্তি মানুষের বিকাশ ও উন্নতির উপায় হিসেবে। পরবর্তীতে সক্রেটিস এবং প্লেটো শিক্ষাকে অভিহিত করেছেন ব্যক্তির ভেতরে সততা ও ন্যায়বোধ সঞ্চালনের উপায় হিসেবে। এরিস্টটল শিক্ষাকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন, যা ব্যক্তি তথা নাগরিককে তার প্রজ্ঞা ও মেধা অনুশীলনের সাহায্যে বিবেকবান ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন করে তুলবে। আর এর সাথে ব্যক্তিকে বাস্তব চিন্তা সম্পৃক্ত জীবন গঠনে সাহায্য করবে। ইউরোপীয় রেঁনেসার প্রভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষার ধারণার পরিবর্তন আসে। এ সময় থেকে শিক্ষার ধারণা ধর্মতত্ত্ব ও বিশুদ্ধ দর্শনের বলয় থেকে কালক্রমে সমাজদর্শনের আলোকে বিবেচিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে এর সাথে যুক্ত হয় মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা ও তত্ত্ব। এরূপ শিক্ষাই অভিহিত হতে থাকে আধুনিক শিক্ষা হিসেবে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাকে দেখা হয় অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের এমন একটি মাধ্যম হিসেবে, যা ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির এমন পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে, যা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী (Malek 2012, 1-6)।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী Emile Durkheim শিক্ষাকে সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে গণ্য করেছেন। সমাজ দার্শনিক John Dewey শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা লাভের স্বাভাবিক কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Dill 2007)।

ইসলামী ধারণায় শিক্ষা মানবজীবনের আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আন মাজীদে বলেন:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)﴾

পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন,(আর) আপনার প্রতিপালক বড়ই সম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (Al-Quran, 96:1-5)

সর্বপ্রথম অবতীর্ণ এ পাঁচটি আয়াত দ্বারাই বোঝা যায়, জ্ঞানার্জন এবং এর নিমিত্তে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ইসলামে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। মানুষ ক্বলব ও আক্বলের সমন্বয়ে গঠিত একটি জৈবিক সত্তা। সে একই সাথে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা দ্বারা তার কার্য সম্পাদনে সক্ষম। স্বভাবজাতভাবে সে বিস্মরণশীল এবং তার প্রবৃত্তি তাকে অজ্ঞতা ও অন্যায়ের দিকে সর্বদা চালিত করে। মানুষের এ আচরণের কারণ হলো, সে দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপ। দেহ জৈবিক সত্তাপ্রবণ এবং আত্মা সুবিবেচক বা ধীশক্তি সম্পন্ন। আত্মাকে চালিত করার জন্য ক্বলব ও আক্বলের যৌগিক প্রয়াস দরকার। মানুষকে দেওয়া আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো জ্ঞান; যা মানুষের আত্মার ধীশক্তিকে বিকশিত করে। এই জ্ঞানই তাকে পরকালীন চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে সাহায্য করে। এভাবে সে তার পার্থিব জীবন পরিচালনা প্রক্রিয়া বুঝতে ও সে অনুযায়ী চালিত হতে সক্ষম হয় (Attas 1979, 157-158)।

মানবজাতি পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হয়েছে (Al-Quran, 6:165)। প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কর্তব্য হলো স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেতনতা অনুধাবন করা; যা তার প্রাণশক্তি, বিবেচনাশক্তি, কল্পনাক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সচল ও সক্ষম করে তার ঈমানী শক্তিকে বলীয়ান করবে। ফলস্বরূপ সে আন্তরিক ও সচ্চরিত্র জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হবে। অর্থাৎ ইসলামে শিক্ষাকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই; যা চিরন্তন এবং স্থায়ী। ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি গড়ে ওঠে কুর'আনকে কেন্দ্র করে।

আর এর লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে আত্মিক পরিশোধনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে সে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেত পারে (Attas 1979, 157-158)।

শিক্ষাবিদ সাঈদ হাওয়ার (Said Hawa) মতে, ইসলামী শিক্ষার ভিত হল বিশ্বাস এবং শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিশ্বাসকে পরিশোধন করে দৃঢ় করা হয় (Ismail 2013, 82)।

মূলত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা হল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উন্নতি ও বিকশিতকরণের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এখানে পার্থিব (সামাজিক) বিষয়ের সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়টিও জড়িত। আর এ আধ্যাত্মিক উন্নতি আল্লাহ্‌র একক অস্তিত্বের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষার কারণে ব্যক্তির মধ্যে উন্নত নৈতিক চরিত্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এ স্বতন্ত্র সত্তার কারণে বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা চিরন্তন এবং এর মৌলিক ভিত সকল সময়ের, সকল কালের জন্যই অপরিবর্তনযোগ্য এবং যার লক্ষ্য চূড়ান্ত কল্যাণ (পারলৌকিক) নিশ্চিত করা।

ইবনে খালদুনের শিক্ষা বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

ইবনে খালদুনকে শিক্ষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত তত্ত্বের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে (Zamel n.d., 95)। এ বিষয়ক ধারণা প্রদানে ইবন খালদুনের নিজস্ব বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর মতে, মানুষের স্বভাবগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষার ধারা গড়ে ওঠে। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় (Ibn Khaldun 2017, 100)। শিক্ষাদান প্রক্রিয়া -শিক্ষক,শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ এ কয়েকটি মূল উপাদানের ওপর নির্ভর করে (Malek 2012, 114)। এ উপাদানগুলোর সমন্বয়ে শিক্ষা দান এবং গ্রহণের যথার্থ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায়। শিক্ষাদানের যথার্থ উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তাশক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে তাদের নিকট জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করে তোলা। আর একজন শিক্ষকের কল্যাণকর শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার ওপর শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন অনেকাংশে নির্ভর করে (Ibn Khaldun 2017, 331)। এ হিসেবে শিক্ষা দান এবং গ্রহণ প্রক্রিয়াকে শিল্পকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যেতে পারে।

ইবনে খালদুনের শিক্ষা সংক্রান্ত মৌলিক আলোচনা

কেবল মাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষকে তার সমাজের মূল্যবোধ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা প্রদান করা যায়। আইনশাস্ত্রবিদ আবু জারাহ্ বলেন, একজন মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন এ কারণে যে, সে যেন সমাজের জন্য ক্ষতিকারক না হয়ে উপকারী হয় (Chapra 2016, 105)। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষা বিষয়ক ধারণা ও দিক-নির্দেশনা প্রদানে ইবন খালদুনের পূর্বে যে কয়জন মুসলিম মনীষী তাঁদের মতামত প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- আল মুহাসিবি (৭৮১-৮৫৭ খ্রি), আল গাযালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি) এবং ইবনুল কায়্যিম (১২৯২-১৩৫০ খ্রিঃ)। ইবন খালদুনসহ তাঁদের সকলের আলোচনার মূল দিক হলো, শিক্ষাকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার সম্পর্ক বৃদ্ধিকরণের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা (Zamel n.d., 83)।

১. শিক্ষা ও আসাবিয়্যাহ

শিক্ষার এই মৌলিক কার্যকারিতার জন্য ইবনে খালদুন শিক্ষাকে সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টা হিসেবে দেখেছেন। ইবন খালদুনের মতে, মানুষ তিনটি বিশেষ কারণে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মানুষের রয়েছে-

১) চিন্তা করার ক্ষমতা;
২) সংগঠিত হওয়ার সক্ষমতা এবং;
৩) জীবিকা উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের বাসনা।

এ তিনটি গুণের সমন্বয়ের বিকশিত ও পরিপূর্ণ রূপ হলো একটি সমাজের সভ্যতায় উত্তরণ। অর্থাৎ এ গুণগুলোর চূড়ান্ত রূপ হিসেবে মানুষের মধ্যে সামাজিক সংহতি, গোষ্ঠীগত একাত্মতা বোধ এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। ইবনে খালদুন এ বোধকে আসাবিয়্যাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন (Ibn Khaldun 2017, 99-100)। আসাবিয়্যাহর সর্বশেষ পরিণতি হিসেবে একটি গোত্র সভ্যতা হিসেবে গড়ে ওঠে বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এসবের পেছনে সূক্ষ্ম অথচ মৌলিক উপাদান হিসেবে সক্রিয় থাকে মানুষের চিন্তা করার সক্ষমতা। ইবন খালদুনের মতে, চিন্তাশীল বিবেচনা শক্তি এমন একটি গুণ, যার কল্যাণে মানুষ সুশাসনের উপযোগী সৎ চরিত্রের অধিকতর নিকটবর্তী হয় (Chapra 2016, 34)। সুশাসন নির্ভর করে ন্যায়বিচারের ওপর। ন্যায়বিচার সামাজিক ঐক্যকে উৎসাহিত করে। এর প্রভাবে আসাবিয়্যাহ দৃঢ় হয় এবং উন্নয়ন গতিশীল হয়। উন্নয়ন নির্ভর করে কোনো জাতির মানবসম্পদের গুণগত পরিবর্তনের ওপর। মানবসম্পদের গুণগত পরিবর্তন নির্ভর করে একটি সভ্যতা তার জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে অন্য সভ্যতা থেকে কী

পরিমাণ সুবিধা দিচ্ছে তার ওপর (Ssekamanya 2007, 29)। এতে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের অপরিহার্য ফলস্বরূপ গড়ে ওঠা শিক্ষা (জ্ঞান-বিজ্ঞান), ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন পারস্পরিক প্রভাবক হিসেবে একটি সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষায় কাজ করে।

২. মননশক্তি

ইবনে খালদুন চিন্তার সক্ষমতাকে 'মননশক্তি' হিসেবে অভিহিত করেছেন। মননশক্তি একটি মানসিক শক্তি। এটি মানুষের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য; যা তাকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা করেছে (Ibid, 33)। মূলত "মানুষের চিন্তাশক্তি তার একটি বিশিষ্ট স্বভাব, যা দিয়ে সে সমস্ত প্রাণীজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।" (Dajani 2015, 311) এই মননশক্তির প্রভাবে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে তার কার্যাবলি সম্পাদন করতে, কল্যাণ- অকল্যাণ এবং দৃশ্য- অদৃশ্য জগতের মধ্যকার পার্থক্য বিচার করতে সক্ষম হয়। বিচারশক্তির এ বোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ জ্ঞানহীন থাকে। এ বিশেষ গুণটির পূর্ণতা দ্বারা মানবীয় সত্তার অস্তিত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং মানুষ এর দ্বারা অভিজ্ঞতাজাত এবং তাত্ত্বিক বুদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এ গুণের যথার্থ ব্যবহার মানুষের স্বভাবগত সহজাত সত্ত্বাকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে। মননশক্তির কারণে মানুষ সৎ চরিত্রের অধিক নিকটবর্তী হয় এবং তাই সে তার পার্থিব কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করায় মনোনিবেশ করে। এ লক্ষ্যে সে তার না জানা বিষয়াদি জানতে আগ্রহী হয় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট থেকে নবী-রাসূলগণের নিকট প্রেরিত বিধান জেনে তা পালনে সচেষ্ট হয় (Ibn Khaldun 2017, 332,172)। এর ফলে এক পর্যায়ে শিক্ষার একটি ধারা গড়ে ওঠে।

মানব সমাজের বাইরে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কোনো অস্তিত্ব নেই। কেননা মানুষ সমাজ ত্যাগ করলে তার স্বভাবগত সত্ত্বাকেই হারিয়ে ফেলে। আর মননশক্তির যথার্থ ব্যবহার তথা চিন্তার সক্ষমতা ও জ্ঞানই পারে তার স্বভাবগত সহজাত সত্ত্বাকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে (Ibid, 99-100)।

৩. শিক্ষা একটি স্বাভাবিক ও স্বভাবজাত বিষয়

মননশক্তির কারণে কল্যাণ কামনার যে প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে তা তাকে চিন্তার জগতে সবসময় বিচরণ করতে সাহায্য করে। চিন্তার ক্রমাগত ধারাবাহিকতায় জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সূচনা হয়। এ সূচনা পর্যায়টি সাধারণত শৃঙ্খলিত থাকে না। তাই একে শৃঙ্খলিত করতে মানুষ তার সেই অনন্য গুণ মননশক্তিকে ব্যবহার করে। এ পর্যায়ে মননশক্তির ব্যবহার কিছুটা ভিন্ন হয়। সে এমন সব ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করতে সচেষ্ট হয়, যারা অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি দ্বারা নবী- রাসূলগণের প্রচারিত দিক- নির্দেশনা থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম

হয়েছেন। এরপর সে জ্ঞান- বিজ্ঞানের যে কোনো একটি বিষয়ের মৌল উপাদান নিয়ে বারবার অনুশীলন করে এর ক্রিয়াশীল বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করে তাতে উক্ত বিষয়টি একটি শাস্ত্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে উত্তর প্রজন্মের আগ্রহীরা ঐ বিশেষ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করতে অভিজ্ঞজনদের শরণাপন্ন হয়। এভাবে জ্ঞান অর্জনের এবং জ্ঞান প্রদানের একটি ধারাবাহিকতা তৈরি হয়। আর এ ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা গড়ে ওঠে। এরূপে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রদান একটি সহজাত বিষয়ে পরিণত হয় (Ibid,172)।

৪. শিক্ষা একটি শিল্পকর্ম

সাধারণত শিল্পকর্ম হলো এমন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যকার সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে সহজাতভাবে বের করে আনা হয়। আর কিছু ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এটি প্রবাহিত হয়। ইবনে খালদুনের মতে, চিন্তা করার সক্ষমতা থেকে গড়ে ওঠা শিক্ষা এক প্রকার শিল্পকর্ম। কারণ একজন শিক্ষার্থীকে অধ্যয়নের সাথে সাথে শিল্পকর্মের শিক্ষানবিশের ন্যায় প্রশিক্ষণ, অনুশীলন এবং গভীর অনুধাবন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রসমূহের ওপর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হতে হয়। এ যোগ্যতা তাকে নতুন নতুন জ্ঞান উন্মোচনের দ্বারে উপনীত হতে সাহায্য করে। আর একজন যথার্থ শিক্ষকই পারেন যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাব্য সকল দিক শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে দিতে। তাই বলা যায়, শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান মননশক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি শিল্পকর্ম (Ibid, 99-100)।

৫. জ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস

ইবনে খালদুনের মতে, মননশক্তির প্রভাবে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এ ধারাগুলো শৃঙ্খলিত থাকে না। কিন্তু ব্যাপক অনুশীলন ও নিরীক্ষণ দ্বারা জ্ঞানের এ ধারাগুলো ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিত হয় এবং এ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। উদ্ভাবিত ও বিকশিত শাস্ত্রসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে ইবন খালদুন জ্ঞান অর্জনের ধারাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন-

১) চিন্তালব্ধ স্বভাবজাত জ্ঞান এবং

২) বর্ণনা ও শ্রুতিনির্ভর জ্ঞান (Ibid,101)।

প্রথম প্রক্রিয়ায় অর্জিত জ্ঞানকে তিনি দার্শনিক বা বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রকারের জ্ঞান চারটি ধারায় বিভক্ত- যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং পরিমাণ শাস্ত্র।

পরিমাণ শাস্ত্রকে আবার চারটি উপধারায় বিভক্ত এবং সাধারণভাবে এ ধারাগুলোকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে অভিহিত করা হয়। পরিমাণ শাস্ত্রের শাখাগুলো হলো- জ্যামিতি, গণিত, সঙ্গীত এবং জ্যোতিষশাস্ত্র (Ibid,109)।

ইবনে খালদুনের মতে, মানুষ তার মননশক্তি দ্বারা স্বাভাবিক বা বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হয় এবং এরূপ জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত সমস্ত তৎপরতা তার নিজস্ব চিন্তাশীলতার ওপর নির্ভর করে। অপরদিকে প্রবর্তিত ও বর্ণিত জ্ঞানের সব অংশই ধর্মীয় প্রবর্তকের কাছ থেকে প্রামাণ্য বর্ণনার সাহায্যে গ্রহণ করতে হয় বিধায় জ্ঞানের এ ক্ষেত্রটির মৌলিক দিকটি সর্বদাই অপরিবর্তনীয় এবং তাতে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র যখন এর মূলনীতি থেকে অধিকতর বিশ্লেষণ করে জ্ঞানের নতুন শাখার উদ্ভাবন করা হয়, তখনই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগের সীমিত সুযোগ থাকে (Ibid, 209)।

ইবনে খালদুনের ধারণায়, বর্ণনা ও শ্রুতিনির্ভর জ্ঞান থেকে উৎসারিত শাস্ত্রাদি হলো- তাফসীর, আরবি ভাষা শাস্ত্র, হাদিস শাস্ত্র, ফিকহ, ইলমুল কালাম এবং আধ্যাত্মবাদ (Ibid,109)। ইবন খালদুন জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে জাদু ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কিত শাস্ত্রকে তৃতীয় ধারায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু যেহেতু ধর্মীয় বিধানানুযায়ী এ ধরনের জ্ঞান অর্জন নিষিদ্ধ, তাই তিনি এগুলোকে বাতিল শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (Vegneskumar n.d., 118)।

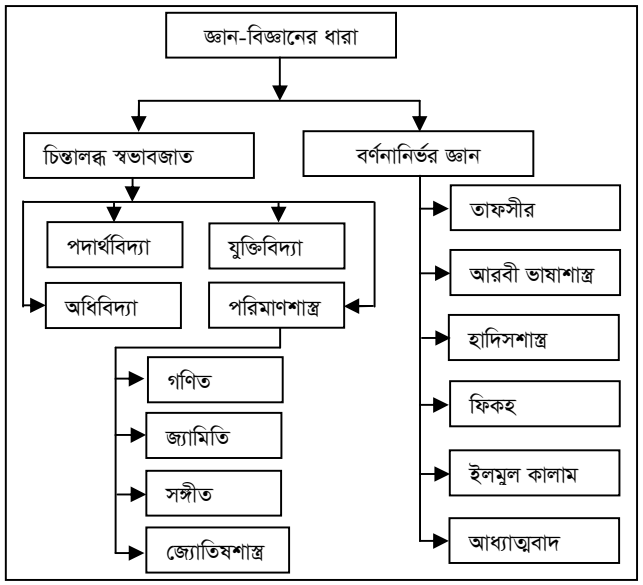

চিত্র: ইবনে খালদুনের শিক্ষার শ্রেণি বিভাজন

৬. কল্যাণমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি

ইবনে খালদুন তাঁর শিক্ষা নীতিতে শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক দিকের ওপর যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। জ্ঞানার্জনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী শিক্ষার্থী যত বেশি সংখ্যক হারে তার ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে পারবে, জ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার ধারণা ততো গভীর হবে। মনস্তাত্ত্বিক এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতির প্রধান কয়েকটি নীতিমালা হলো:

- শিক্ষার্থীর নিকট পাঠকে ক্রমান্বয়ে সরল থেকে জটিল করে উপস্থাপন করা।
- মূর্ত ধারণা থেকে ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণার দিকে নিয়ে যাওয়া।
- ধারাবাহিকভাবে নির্দিষ্টতা থেকে অনির্দিষ্টতায় নিয়ে পাঠ্য বিষয়কে আলোচনা করা। (Ibid,118)

ইবনে খালদুন তাঁর আলোচনায় মনস্তাত্ত্বিক দিককে সামনে রেখে পাঠদানকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এ তিনটি স্তর সম্পর্কে তাঁর মতামত তুলে ধরা হলো-

১ম স্তরঃ প্রাথমিক এ পর্যায়টিকে প্রস্তুতিমূলক স্তর বলা যেতে পারে। এ স্তরে পাঠের জন্য আলোচিত বিষয়টিকে অল্প অল্প করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়। এ সময় লক্ষ্য রাখা হয় যে, তারা যেন উক্ত বিষয়টির মূলনীতি এবং বিষয়ভিত্তিক সমস্যা অনুধাবন করতে পারে। প্রস্তুতিমূলক এ স্তরটিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সংক্ষিপ্ত রূপে করা হয়। এরূপ বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সময় শিক্ষকের উচিত উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক সক্ষমতার ওপর লক্ষ্য রাখা।

২য় স্তরঃ এ স্তরটিতে প্রথম স্তর থেকে কিছুটা বিশদ আকারে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে আলোচ্য বিষয়টিকে দ্বিতীয়বারের মতো উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের ধারণাকে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করার জন্য ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিভিন্ন মতামত ও মতামতের ভিন্নতার কারণও এ পর্যায়ে তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। মূলত এ স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে আলোচ্য বিষয়টির কিছুটা গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়।

৩য় স্তরঃ শিক্ষাদান পদ্ধতির দ্বিতীয় স্তরেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান একটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায়। সর্বশেষ তৃতীয় স্তরে এসে একজন শিক্ষক একদম প্রাথমিক আলোচনা থেকে শুরু করে বিশদ আকারে আলোচ্য বিষয়টির ওপর সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। মোটকথা, ঐ বিষয়টি সম্পর্কিত সকল প্রকার অস্পষ্টতা, কাঠিন্যতা ও দুর্বোধ্যতাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগতের সমস্ত দিক উন্মোচন করে দেওয়াই হলো এ স্তরের কাজ। (Malek 2012, 351-52)

ইবনে খালদুন মনে করেন, "যোগ্যতা একমাত্র ক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক ও পৌনঃপুনিক বিকাশের দ্বারাই অর্জিত হয়।" শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলে ঐ বিষয়টি তাদের বুদ্ধিমত্তার ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না এবং শিক্ষার্থীরা তার যথাযথ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয় (Ibn Khaldun 2017, 331)।

৭. শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা

প্রত্যেক শিল্পকর্মের জন্য শিক্ষক থাকেন এবং শিক্ষা নামক শিল্পকর্মে শিক্ষক হলেন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা, শিক্ষকই পারেন জ্ঞানকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত করতে। ইবনে খালদুনের মতে, একজন শিক্ষকের প্রধান কাজ দুইটি-

ক) প্রস্তুতিমূলক বা সূচনা পর্ব এবং

খ) প্রতিপাদন পর্ব। (Ibid, 332)

সূচনা পর্বে শিক্ষকের কাজ হলো শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা অনুযায়ী পাঠদানের জন্য উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন করা, বিষয়টিকে উপস্থাপনের জন্য যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং পাঠদান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা। দ্বিতীয় ধাপে তার কাজ হলো- নির্ধারিত বিষয়টির পরিচিতি তুলে ধরা, ক্রমানুযায়ী সংক্ষিপ্ত থেকে বিশদ আকারে উদাহরণসহ বিষয়টির আলোচনা করা, শিক্ষার্থীদের আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করা, তাদের পাঠ অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা, এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিপাত রাখা। পাশাপাশি শিক্ষককে যথেষ্ট বিবেকবান এবং পরিকল্পিত বিষয় উপস্থাপনে যথাযথ যোগ্য হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন তা সহজেই তাদের নিকট বোধগম্য হয় এবং তারা অধিক জানতে আরো আগ্রহী হয়। শিক্ষককে আরো যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে তা হলো- একই সময়ে একাধিক বইয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা পরিহার করা। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের মনোযোগ ও চিন্তাশক্তিকে সহজেই কেন্দ্রীভূত রাখতে পারবে এবং তাদের জন্য দক্ষতা অর্জন সহজ হবে।

৮. শিক্ষাদান নীতিমালা

পাঠদান পদ্ধতির প্রধান তিনটি উপাদান হলো- শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিক্ষক ছিলেন শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। এককভাবে তিনি ছিলেন সক্রিয়। এর পরেই ছিলো পাঠদানের বিষয়বস্তুর অবস্থান। আর শিক্ষার্থীরা ছিলো গৌণ। ইবন খালদুনের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নীতিমালাও

ছিলো শিক্ষক কেন্দ্রিক। তাঁর মতে, জ্ঞানের প্রবাহকরণের কাজ শিক্ষকই করে থাকেন। আবার একটি সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপাদান হলো উন্নত ও শৃঙ্খলিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান। মুসলিম শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষা প্রদানের অধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ধর্মীয় ও নৈতিকতার উন্নয়ন ও বিকাশ। কেননা, ধর্ম- যা মূলত আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলের স. নির্দেশিত বিধানাবলির সমষ্টি এবং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী (Ibid, 331-332)। এ সকল কারণে শিক্ষাদান সংক্রান্ত যে নীতিমালা পরিলক্ষিত হয় তাতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। নিম্নে ইবন খালদুনের শিক্ষাদান নীতিমালা সম্পর্কিত আলোচনা করা হলো:

৮.১ শৈশবে কুর'আন শিক্ষা দেওয়া

শৈশবকালীন শিক্ষা বেশি দৃঢ় হয় এবং পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইসলামী ভাবধারাপূর্ণ একটি ঐতিহ্য হলো বাল্যকালেই ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া। ইবন খালদুন এ ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী, শৈশবের কুরআন শিক্ষা শিশুদের মনে এক দৃঢ় ধ্যান-ধারণার জন্ম দেয় এবং পরবর্তী সময়ে অর্জিত জ্ঞানের যোগ্যতা এ শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে সহায়ক হয়। এতে বহুমুখী সুবিধা অর্জিত হয়। যেমন, বাল্যকালেই কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হলেও অন্ততপক্ষে সে কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না এবং এ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সে তার জীবন পরিচালনায় কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। ইবন খালদুনের মতে, ধর্মই মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে বেশি অবগত এবং মানুষের অন্তরে প্রথম যে শিক্ষা প্রবিষ্ট হয় তা তার যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, কোনো শিক্ষার্থী যৌবনের উদ্দামতায় কোনো প্রকার অনর্থক কাজে মনোনিবেশ করলেও তার মধ্যে শৈশবকালীন কুরআন শিক্ষা বিদ্যমান থাকায় এ আশঙ্কার অবসান হবে যে, সে কুরআনের শিক্ষাকে নিরর্থক মনে করবে। পাশাপাশি কুরআনের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তম চরিত্র ও উত্তম অভ্যাস গঠনেও মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

৮.২ সুশৃঙ্খল পাঠ্যক্রম নীতি

শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যক্রম হলো, সুনির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত শিক্ষাদান কার্যাবলির সমন্বিত রূপরেখা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো শিক্ষাক্রম। এটি ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় না। ইবন খালদুনের শিক্ষা বিষয়ক ধারণা বিশ্লেষণ করলে পাঠ্যক্রম নীতি সম্পর্কে প্রধান যে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয় তা হলো-

ক) পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত সুশৃঙ্খল ও মৌলিক নীতিমালা সম্পন্ন;

খ) যৌক্তিক উপায়কে সামনে রেখে জ্ঞানের শাখাসমূহের ওপর প্রাধান্য দেওয়া;

গ) শিক্ষা প্রদানের সময় আলোচ্য বিষয়টিকে ক্রমান্বয়ে সরল থেকে জটিলতার দিকে নিয়ে উপস্থাপন করা।

লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো, ইবনে খালদুন তাঁর আলোচনায় প্রাধান্যের দিক থেকে জ্ঞানের শাখাসমূহের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি গণিতকে 'সর্বপ্রথম শিক্ষণীয় বিষয়' হিসেবে অভিহিত করেছেন ; কিন্তু সকল শাস্ত্রের আগে প্রাধান্য দিয়েছেন যুক্তিবিদ্যাকে। তাঁর ধারণানুযায়ী, যুক্তিবিদ্যা হলো এমন একটি শাস্ত্র, যা অজানা বিষয়কে জানার ক্ষেত্রে মননশক্তিকে ভুল- ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে (Ibid, 337, 209)। আর পাশাপাশি জ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হিসেবে গণিত হলো সুপরিচিত এবং এর প্রমাণগুলো সুস্পষ্ট হওয়ায় এর অনুশীলন দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার বিকাশের পাশাপাশি সত্যপথ অনুশীলনের অভ্যাস গড়ে ওঠে (Ibid, 332-33)। গণিতের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত জ্যামিতি শাস্ত্র। এটি শিক্ষার্থীর বুদ্ধির দীপ্তি ও চিন্তার সৌকর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জ্যামিতির যুক্তি প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত ও পর্যায়ক্রমিক হওয়ায় শিক্ষার্থীর চিন্তাজগতের অনুমানসমূহের মধ্যে কোনো প্রকার ভুলের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে (Ibid, 215)। ইবন খালদুন যুক্তিবিদ্যা, গণিত, ও জ্যামিতির পর তার পাঠ্যক্রম নীতিতে ক্রমান্বয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং অধিবিদ্যাকে উল্লেখ করেছেন। আর মোট মিলিয়ে এ সাতটিই হলো বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রের মূল শাখা (Ibid, 221)।

৮.৩ শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় যোগ্যতার অধিকারী করে তোলা

ইবনে খালদুনের মতানুযায়ী, শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় যোগ্যতার অধিকারী করে তোলার ওপর শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ নির্ভর করে। আর এ জন্য মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং দরকার বক্তৃতা, বিতর্ক ও পারস্পরিক মত বিনিময় দ্বারা অর্জিত বিদ্যাকে ভাষায় প্রকাশের সক্ষমতা লাভ করা। এরূপ অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় এবং পরবর্তী সময়ে কর্মক্ষেত্রে তার অর্জিত যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয় (Ibid, 209)

৮.৪ শিক্ষার্থীদের ওপর কঠোরতা আরোপ ক্ষতিকর

শিক্ষার্থীদেরকে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান তাদের যোগ্যতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। সচ্চরিত্র শিক্ষাদানের জন্য শাস্তি প্রদান দরকার হলে তা দেওয়া যেতে পারে, তবে তা যেনো অন্যায় শাস্তি কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। অন্যায় শাসন

শিক্ষার্থীদেরকে অলস ও মিথ্যাবাদীতে পরিণত করে এবং তারা নানা প্রকার অপকর্মে উৎসাহী হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্য থেকে মনুষ্যত্বের তাৎপর্য হারিয়ে যায় এবং জীবনের উদ্দেশ্য তাদের নিকট সংকুচিত হয়ে পড়ে। অথচ একজন শিক্ষার্থীর জন্যই গোটা সমাজ জীবন ও সভ্যতা এক বিরাট কর্মক্ষেত্র এবং তার প্রধান কাজ হলো তার নিজের ও নিজের আবাসভূমির স্বার্থ সংরক্ষণ ও সহায়তা বিধান করা। কিন্তু অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানের ফলে তার এ মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং সে এক মহা বিপর্যয়কর জীবনের দিকে ধাবিত হয় (Ibid, 103)।

৮.৫ কোনো বিষয়ের ওপর শিক্ষাদান প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত না করা

শিক্ষার্থীদেরকে কোনো একটি বিষয় কিংবা কোনো একটি গ্রন্থের শিক্ষণীয় পাঠের ওপর শিক্ষাদানের সময়কে প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত করাকে ইবন খালদুন অনুৎসাহিত করেছেন। কেননা, এরূপ হলে কোনো শিক্ষার্থী উক্ত আলোচ্য বিষয়টি ভুলে যেতে পারে কিংবা তা তার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে বাধা হতে পারে। এমতাবস্থায়, প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে পর্যায়ক্রমিক ধারায় পুনরাবৃত্তি আলোচনা সহকারে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমাপ্ত করা উচিত। এতে করে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। (Ibid, 341)

৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ অবস্থানকাল শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করে

তৎকালীন সময়ে মাগরিবের (বর্তমানে মরক্কো) শিক্ষার্থীদেরকে ষোল বছর এবং তিউনিসের শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচ বছর করে তাদের স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করতে হত। ইবন খালদুনের মতে, তিউনিসের কোনো শিক্ষার্থী এই পাঁচ বছরের মধ্যে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে হয় সফল হয়, নয়তো ব্যর্থ হয়। মোটেরওপর সে তার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা বজায় না থাকায় মাগরিবের শিক্ষার্থীদের নিকট জ্ঞানার্জন একদিকে যেমন একটি কষ্টকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের অবস্থানের সময়ও দীর্ঘায়িত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, এ প্রথা একটি ত্রুটিপূর্ণ ও ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থারই ইঙ্গিত করে। (Ibid, 331)

৮.৭ জ্ঞানার্জনে দেশভ্রমণ

ইমাম শাফেঈ রহ. জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ সম্পর্কে বলেন- 'সফলতার জন্য গৃহত্যাগ কর। এর দ্বারা চিত্তবিনোদন, জীবিকা নির্বাহ, শিক্ষা, আচরণ এবং কল্যাণকর সাহচর্য লাভ- এ পাঁচটি উপকারিতা লাভ করা যায়।[২] (Saleh 1984, 13)

---

২. তাঁর উক্তিটি নিম্নরূপ:

ইবন খালদুন জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, দেশভ্রমণ দ্বারা জ্ঞানীদের নিকট থেকে যে সাহচর্য এবং দর্শন লাভ করা যায় তা শিক্ষার পরিপূর্ণতা বিধানে সহায়ক। (Dajani 2015, 309)

৮.৮ ভাষা শিক্ষা

ইবন খালদুনের মতে, ভাষা একটি শিল্পগত যোগ্যতা। ভাষা শিক্ষার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থী অধিকতর কার্যকরভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রের ওপর জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। যে কোনো ভাষাই সহজাত প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে বারংবার অনুশীলন দ্বারা শেখা উচিত। এভাবে এমন যোগ্যতা অর্জিত হয় যে, উক্ত ভাষা সম্পর্কিত যাবতীয় ধারণা দৃঢ় ও স্থায়ী হয় এবং এর বিশুদ্ধতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষণ করা যায়। (Ibn_Khaldun 2017, 343)

৯. শিক্ষা ব্যবস্থায় অবলুপ্তির কারণ

ইবন খালদুন তাঁর আলোচনায় তৎকালীন সময়ে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইতিবাচক সফলতা না পাওয়ার বিষয় তুলে ধরতে গিয়ে কর্ডোভা ও কায়রোয়ানের পতনের কথা উল্লেখ করে শিক্ষা ও সভ্যতা তথা সাম্রাজ্যের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, সমৃদ্ধ সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজি সুদৃঢ় হয় এবং এর ফলে উন্নয়ন বেড়ে যায়। অর্থাৎ শিক্ষা ও উন্নয়ন পাশাপাশি চলে এবং শিক্ষা যেমন উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে তেমনি সমৃদ্ধ ও উন্নত সভ্যতায়ও শিক্ষা দ্রুত বিকশিত হয়। কিন্তু কোন সাম্রাজ্যের পতন হলে, পতন পরবর্তী যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়-তাতে করে প্রথমত সেখানকার জনবসতি হ্রাস পায়। পাশাপাশি তাদের মধ্যে জ্ঞান- বিজ্ঞান অনুশীলনের অভ্যাস লোপ পায় এবং এক পর্যায়ে এসে শিক্ষা যে একটি শিল্পকর্ম- এ ধারণাটাও অন্তর্হিত হয়। এতে করে শিক্ষার মধ্যকার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। সাম্রাজ্যের স্বল্পস্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধ নাগরিক জীবনের অনুপস্থিতি- এ দুইয়ের যুগপৎ কারণে শিক্ষার ধারাবাহিকতার মধ্যে যে ব্যাহত ভাব সৃষ্টি হয়, তার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কণ্ঠস্থ বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং তারা সক্রিয় যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। কর্ডোভা ও কায়রোয়ানের সাথেই সমান্তরাল হিসেবে তিনি তাঁর সময়কার পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার সমৃদ্ধির দিকটিও তুলে

تَغَرَّبْ عَن الأَوْطَانِ فِي طَلَبِ الْعُلَى
وَسَافِرْ فَفِي الأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ
تَفَرُّجُ هَمٍّ، وَاكْتِسابُ مَعِيشَة
وَعِلْمٌ، وَآدَابٌ، وَصُحْبَة مَاجِد

ধরেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলের জনবসতির আধিক্য এখানকার শিক্ষা সমৃদ্ধির প্রধান প্রভাবক। এখন তাঁর দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী বলা যায়, একটি সমৃদ্ধ নাগরিক জীবনের (স্থায়ী সাম্রাজ্য এবং জনশক্তির প্রাচুর্য) ফলশ্রুতিতে শিক্ষাদান নামক শিল্পকর্মটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পায় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে। (Ibid, 367)

ইবন খালদুনের শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার সারসংক্ষেপ

আল মুকাদ্দিমায় আলোচিত ইবন খালদুনের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের নাতিদীর্ঘ আলোচনার পর ইবন খালদুনের শিক্ষা বিষয়ক ধারণার মৌলিক যে দিকগুলো পাওয়া যায়, তার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলঃ

* শিক্ষা প্রক্রিয়া ধারাবাহিক হওয়া উচিত। তাহলে তা থেকে প্রকৃত অর্থে কল্যাণ লাভ করা সম্ভব।
* একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া।
* শরীয়াহ, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, পদার্থবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব এগুলো মৌলিক পাঠ্যবিষয় হিসেবে এবং যুক্তিবিদ্যা, আরবি ভাষা ও গণিত- এগুলো মৌলিক বিষয়ের সহায়ক পাঠ্যবিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া।
* জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। ভ্রমণের মাধ্যমে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করার দ্বারা এ ভিন্নতা সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করা যায়।
* শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও সক্ষমতার প্রতি শিক্ষকের সর্বোচ্চ সতর্ক দৃষ্টি রাখা; যাতে শিক্ষার্থীর নিকট পাঠ সহজে বোধগম্য হয়।
* শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের মানবীয় সহজাত আচরণ সুলভ ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা।
* কল্যাণকর শিক্ষাদান প্রক্রিয়া অনুসরণ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর অনুধাবন সক্ষমতার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য করে পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদাহরণ দ্বারা পাঠকে সহজ করে তোলা।
* সর্বোপরি, মানুষের মননশক্তির বিকাশের দ্বারা তার মনুষ্য সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন।

উপসংহার

সময়ের গতিশীলতায় সভ্যতার গতিপথও পরিবর্তিত হয়। একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা কালের আবর্তে পতনের সম্মুখীন হয়, উত্থান ঘটে অন্য সভ্যতার। আর নতুন শক্তির উত্থানে কিংবা বিদ্যমান সমাজ-সভ্যতার স্থায়িত্ব প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে

কাজ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষার আদান-প্রদান। যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়ে সমাজ সভ্যতার ধারাবাহিকতাকে বহন করে। শিক্ষার সমৃদ্ধকরণ দ্বারা এ উপাদানটির নিকট থেকে প্রকৃত ও কার্যকর ফল লাভের জন্য দরকার সমাজ ব্যবস্থার আলোকে কিছু মূলনীতি গ্রহণ করা। সমাজ ভেদে শিক্ষার সার্বিক দিক নির্দেশনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও মৌলিক মূলনীতি সর্বত্রই প্রায় এক- 'মানুষের সার্বিক মানসিক সক্ষমতাকে উন্মুক্তকরণ'।

Bibliography

Al-Attas, Syed Farid.2015. *Makers of Islamic Civilization: Ibn Khaldun.* New Delhi: Oxford University Press, 1979.

Attas, SMU Al-.1979. *Aims and Objectives of Islamic Education.* Bristol: Western Printing Service Ltd.

Chapra, M. Umar.2016. *Muslim Shavyata: Obokkhoyer Karon O Sangskarer Abosshokiyota*. Translated by Dr. Mahmud Ahmad. Dhaka: BIIT.

Dajani, Basma Ahmad Sedki.2015. "The Ideal Education in Ibn Khaldun's Muqaddimah." *Procedia- Social and Behavioral Sciences*. 192(2015).

Dill, Jeffrey S.2007 " Durkheim and Dewey and The Challenges of Contemporary Moral Education." Journal of Moral Education (Routledge) 36, no. 2.

Enan, Mohammad Abdullah.1979. *Ibn Khaldun: His Life and Works*. New Delhi: Kitab Bhaban, 1979 .

Fuad Baali.1988 Society, *State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*. Albany: State University of New York Press.

Ibn Khaldūn, Abd al-Rahman Ibn Muhammad. 1979. *Al-Tarif biIbn Khaldūn wa Rihlatahu Gharban wa Sharqan.* Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani.

Ibn Khaldun.2017. *Al-Muqaddima.* Translated by Golam Samdani Qurayeshi. Vol. 1. Dhaka: Dibya Prakashani, 2017.

Ismail, Masthurhah.2013. "Educational Strategies to Develop Discipline Among Students from The Islamic Perspectives." *Procedia- Social and Behavioral Sciences*, (Elsevier Ltd.), no. (2013)107.

Malek, Dr. Abdul.2012. *Shikkha bigyan O Bangladeshe Sikkha.* Dhaka: University Grants Commision.

Saleh, Hikmat. 1984. Dirasat Fanniyyah Fi Shir al-Shafie. Beirut: Alim al-Kutub.

Ssekamanya, Siraje Abdallah.2017 "Ibn Khaldun on The Role of Knowledge, Skills and Values in The Rise and Fall of Civilization, Educational Awakening." *Journal of The Educational Sciences 4*, no. 1.

Toyenbee, Arnold.1935. A Study of History. Vol. 3. London.

Vegneskumar Maniam. An Islamic Voice For Openness And Human Development In Education, Postcolonial Didections in Education. Vol. 5. n.d.

Zamel, Dr. Majdi A. ND " Ibn khaldun's Concept of Education: pre- Condition and Quality." *British Journal of Education* 5, no. 4.